The Daily Star
Journalism Without Fear or Favour

Experts think that it is important to train farmers to adopt technologies and learn about advanced technology-based agricultural management to improve farm production.

PHOTO: STAR/FILE

Per capita rice intake keeps falling: BBS

But consumption of non-cereal, protein, vegetables continues rising

STAR BUSINESS REPORT

Average daily per capita rice consumption in Bangladesh maintained its declining trend in 2022, as it fell by 10 per cent to 328.9 grammes from 367.2 grammes in 2016 thanks to increased income that enable people to consume more non-rice items, according to data of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Consumption of other non-cereal foods rose in the period, according to the BBS data released yesterday.

Mentionable, per capita consumption of rice was 416 grammes in 2010, according to the Household Income and Expenditure Survey 2022 unveiled by the BBS.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), said food habits change in line with increase in income.

"In Bangladesh, some reflections of that are seen here," he said, adding, "But the rate of decline in per capital intake of rice has not fallen to the extent that was seen in other countries."

However, reduction of rice consumption and increase in consumption of non-rice is positive from the perspective of nutritious food intake, he said.

The latest data showed that people in urban areas consume 284.7 grammes of rice, which is 13.44 per cent lower than the national average.

But rural people take 348.1 grammes, which is 5.84 per cent higher than the national average.

As such, Bangladesh's annual human consumption requirement of rice would be over 2 crore tonnes, which was much lower than the country's estimated rice production of 3.81 crore tonnes in fiscal year 2021-22.

MA Sattar Mandal, emeritus professor of agricultural economics at the Bangladesh Agricultural University (BAU), said the fall in rice consumption was a positive development.

> **The reduction in consumption also means that the pressure to increase rice production will dissipate**
>
> MA Sattar Mandal
> Emeritus professor of BAU

"Rice consumption level was high and it was not good health-wise," he said, adding, "The reduction in consumption also means that the pressure to increase rice production will dissipate. This will release some land for production of other crops."

He said as consumption of non-rice items grow, aggregate demand would increase.

"On the whole, it is good. The reduction of rice consumption will create opportunity to diversify agriculture," he said.

Apart from the decline in rice intake, per capita consumption of egg also dropped between 2016 and 2022.

Per head average daily egg consumption dropped to 12.7 grammes last year from 13.6 grammes in 2016.

While per capita daily rice consumption showed a steady decline in the last 12 years, intake of protein and vegetables grew over the years, according to the latest HIES 2022.

For instance, daily average per head consumption of vegetables rose by 21 per cent to 201.9 grammes in 2022 from 167.3 grammes six years ago.

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ১৩-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০৮)

৭০০ কৃষিপণ্য রপ্তানি হয় ১৫৪ দেশে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের কৃষি ও অ্যাগ্রো-প্রসেসিং খাতের আকার প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রায় ১৫৪টি দেশে ৭০০ কৃষিপণ্য রপ্তানি হয় বলে জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার। গতকাল বুধবার ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষিব্যবস্থাকে স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর : ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ তথ্য দিয়েছেন।

ব্যারিস্টার সামীর সাত্তার বলেন, 'জিডিপিতে আমাদের অ্যাগ্রো ও ফুড প্রসেসিং খাতের অবদান প্রায় শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ। আমাদের কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, পণ্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, দক্ষতার স্বল্পতা এবং খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে হলে ন্যানো টেকনোলজি, নতুন নতুন কৃষি মেশিনারিজ ব্যবহারের ওপর আমাদের জোরারোপ করতে হবে।'

তিনি বলেন, স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কৃষিবিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন এবং টেকসই ও লাভজনক কৃষিব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম খাত হলো কৃষি। এ খাত জিডিপিতে ১২ শতাংশ অবদান রাখার পাশাপাশি ৩৮ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। শিল্প খাতের কাঁচামালও আসে এই কৃষি থেকেই। কৃষি খাতে সরকারের ভর্তুকি জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক ও লাভজনক কৃষিব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সার্বিকভাবে কৃষি খাতের উন্নয়নে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে নীতিসহায়তার পাশাপাশি আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, 'সামাজিক সব সূচকে আমরা ক্রমাগত ভালো করছি। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৭টিই কৃষির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত, তাই কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী হিমাগার নির্মাণে মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে সড়ক, জল ও রেলপথে পণ্য পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারের কোনো বিকল্প নেই।'

> 'অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম খাত হলো কৃষি। এ খাত জিডিপিতে ১২ শতাংশ অবদান রাখার পাশাপাশি ৩৮ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। শিল্প খাতের কাঁচামালও আসে এই কৃষি থেকেই। কৃষি খাতে সরকারের ভর্তুকি জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ'
> **ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক**, কৃষিমন্ত্রী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন বলেন, 'ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমাদের স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ জরুরি। প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা থেকে স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারব্যবস্থায় উন্নয়ন সময়ের দাবি, যা আমাদের জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় ডব্লিউএফপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ডমিনিকো স্কেলপেলি বলেন, 'বাংলাদেশ ক্রমশ বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে কৃষি খাতে মূল্য সংযোজনের ওপর জোর দেওয়া জরুরি। স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারের মূল লক্ষ্য হলো পণ্যের মান উন্নয়ন ও পণ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচারের সঙ্গে বেশি হারে সম্পৃক্তকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকসের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল। তিনি বলেন, জাতীয় কৃষি নীতিমালা ২০১৮ ডিজিটাল কৃষিব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কৃষি মেশিনারিজ খাতের বাজার রয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যাংক লোন প্রাপ্তির সহজীকরণ, সহায়ক কর ও শুল্ক কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণব্যবস্থা জোরদার এবং অটোমেশন স্মার্ট কৃষিব্যবস্থার জন্য খুবই জরুরি। এ ছাড়া সারা দেশে কোল্ডস্টোরেজ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ওপর জোরারোপ করেন এবং এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ১৩-০৪-২০২৩ (পৃঃ ১২)

ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে কৃষিমন্ত্রী

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট কৃষির বিকল্প নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী স্মার্ট কৃষিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট এগ্রিকালচারের কোনো বিকল্প নেই। গতকাল রাজধানীর গুলশানের রেনেসাঁ হোটেলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থাকে স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তর: ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সাতটিই কৃষির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কৃষি খাতের উন্নয়নে তিনি সরকারের পক্ষ থেকে নীতি সহায়তার পাশাপাশি আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী হিমাগার নির্মাণে মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে সড়ক, জল ও রেলপথে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন বলেন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে স্মার্ট এগ্রিকালচারের দিকে অগ্রসর হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা থেকে স্মার্ট এগ্রিকালচার ব্যবস্থায় উন্নয়ন সময়ের দাবি, যা আমাদের জনগণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি এ লক্ষ্যে বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মো. সামীর সাত্তার বলেন, আমাদের কৃষি ও এগ্রো-প্রসেসিং খাতের আকার প্রায় ১০০ কোটি ডলার। প্রায় ১৫৪টি দেশে ৭০০ কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। তিনি জানান, আমাদের কৃষিপণ্যের ভ্যালু এডিশন, পণ্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার, দক্ষতার স্বল্পতা, খাদ্যের মান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে ডব্লিউএফপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ডমিনিকো স্কেলপেলি বলেন, বাংলাদেশ ক্রমে বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে সে ক্ষেত্রে কৃষি খাতে মূল্য সংযোজনের ওপর জোর দেওয়া জরুরি। স্মার্ট এগ্রিকালচারের মূল লক্ষ্য হলো, পণ্যের মান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিকসের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ড. এমএ সাত্তার মণ্ডল। তিনি বলেন, কৃষি খাতে ঋণপ্রাপ্তি সহজীকরণ, সহায়ক কর ও শুল্ক কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার এবং অটোমেশন খুবই জরুরি।